আজকের কাগজ

Tuesday 19 June 2001

মুমূর্ষু বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা করুন

——অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

কাগজ প্রতিবেদক: গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন উপলক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) আয়োজিত এক নাগরিক সমাবেশে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, বুড়িগঙ্গার পানি মারাত্মকভাবে বিষাক্ত ও দূষিত হয়ে পড়েছে। ঢাকার একমাত্র পানি শোধনাগারটি বুড়িগঙ্গার বিষাক্ত পানি

১১ পৃষ্ঠায় ৮ কলামে দেখুন

মুমূর্ষু বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা করুন

শেষের পৃষ্ঠার পর

শোধন করে সরবরাহ করছে। যে পানি শোধনের অযোগ্য এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ। যদি দ্রুত সময়ে বুড়িগঙ্গাকে রক্ষার উদ্যোগ নেয়া না হয় তবে হাজারকোটি টাকা ব্যয়ে বাস্ত বায়নাধীন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারটিও স্বাস্থ্যসম্মত পানি সরবরাহে ব্যর্থ হবে।

বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রফেসর ড. বদিউল আলম মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, বাসা'র নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, বাপা'র সমন্বয়কারী আবু নাসের খান, সমাবেশ সমন্বয়কারী আবু মোকারম খন্দকার, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সদস্য সচিব মিহির বিশ্বাস, মহিদুল হক খান, মাহবুবুর রহমান, অমিত রঞ্জন দে, আব্দুর রশিদ, জাকির হোসেন, এম এ হাকিম, আলাউদ্দিন মন্টু, মাহমুদুর রহমান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, যে বুড়িগঙ্গাকে ঘিরে হাজারো মানুষের চাহিদা সেই বুড়িগঙ্গা আজ আমাদের অফুরন্ত ক্ষুধার কারণে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। দুইপাড়ে গড়ে উঠেছে অবৈধ স্থাপনা। বিষাক্ত শিল্পবর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য এবং গৃহস্থালি আবর্জনা নদীর পানিকে করছে বিষাক্ত। নদী হারাচ্ছে নাব্যতা। বুড়িগঙ্গার এই মুমূর্ষু অবস্থা আমাদের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সমাবেশ থেকে আগামী ৬ জুলাই বুড়িগঙ্গার পাড়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও একই সঙ্গে রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণসহ মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। সমাবেশ ছাড়াও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষে প্রেসক্লাব থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত 'মুমূর্ষু বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা করুন' শিরোনামে একটি কফিনর‍্যালি বের করা হয়।

প্রথম আলো শুক্রবার ৫ জুলাই ২০০২

বুড়িগঙ্গার দুই তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আশ্বাস দিলেন মেয়র

ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকা অবিলম্বে বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরের সব অবৈধ স্থাপনা ভেঙে ফেলা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার নগর ভবনে 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ আশ্বাস দেন।

বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বুড়িগঙ্গাকে দূষণ ও অবৈধ দখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, মুমূর্ষু বুড়িগঙ্গাসহ সব জলাশয়কে রক্ষা করতে হলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে সামগ্রিক কর্মসূচি অতি জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে আবু নাসের খান, মিহির বিশ্বাস, আবু মোকাররম নন্দকার প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

The Independent

DHAKA
MONDAY 19 NOVEMBER 2001

Environmental organisations held a rally in front of RAJUK Bhaban yesterday demanding protection of water of the Gulshan-Baridhara Lake from pollution. –Independent photo

RAJUK, DCC ordered to close drain connecting Gulshan-Baridhara lake

Environment and Forest Minister Shajhahan Siraj has directed the RAJUK and Dhaka City Corporation (DCC) authorities to immediately close the newly opened drain that runs from Progoti Sarani to Gulshan-Baridhara Lake to protect the lake from pollution, reports BSS.

"The Gulshan-Baridhara Lake has also been announced as 'environmentally endangered area' under the environment preservation acts considering its significance," the minister said while speaking at an inter-ministerial meeting on finding out the ways for protecting the lake.

Staff Reporter adds: Meanwhile, activists of 10 environmental organisations yesterday held a protest rally in front of RAJUK Bhaban demanding immediate measures to save the lake.

The rally was addressed by Mokarram Khondoker of ARTARD, Salman Haider of Sundar Jiban, Syed Amirul Islam of SEED, Rafiqul Islam Sarker, Badrul Hasan of Prashika, Abu Raihan Al Beruni of Coalition of Urban Poor, Mahidul Haq Khan and Abu Naser Khan of Bangladesh Environment Movement, Country Director of Hunger Project Dr Badiul Alam Majumder and Prof Abdullah Abu Sayeed.

A delegation of the demonstrators submit memo to RAJUK and Bangladesh Fishery Development Corporation seeking immediate steps to protect the lake from pollution.

দৈনিক অর্থনীতি

ঢাকা, সোমবার
১২শে নভেম্বর ২০০১

গুলশান-বারিধারা লেক বাঁচানোর দাবিতে গতকাল রোববার রাজধানীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের বিক্ষোভ – অর্থনীতি

রূপা

সম্প্রতি গুলশান-বারিধারা লেকে সুয়েজ এবং দূষিত শিল্পবর্জ্যের কারণে লেকের পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মাছ মরে যাওয়ায় গোটা লেকে পচন এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে ওই এলাকার চারপাশের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে।

এ বিষয়ে গত ক'দিন ধরে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নেতৃত্বে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার রয়েছে।

এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে গতকাল রোববার সকাল ১০টায় রাউজক ভবনের সামনে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে হাঙ্গার প্রজেক্ট, এফিয়ার্ড, কোয়ালিশন অব আরবান পুওর, সীড, বেলা, ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ, বিএনপিএস, প্রশিকা, সুন্দর জীবনসহ অন্য পরিবেশবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

'গুলশান লেকের পচা মাছ অপসারণ কর' ও 'দূষণমুক্ত লেক চাই' এই দাবি নিয়ে বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন সজ্জিত সমাবেশে অচিরেই গুলশান লেককে দূষণমুক্ত করাসহ আগামী দু'বছরের মধ্যে সুন্দর সুস্থ নির্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সমাবেশ শেষে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রাজউক এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

ঢাকা, সোমবার, ৩০ জুলাই ২০০১
১৪০৮, ৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪২২
রেজিঃ নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ৩, সংখ্যা ২৫৬

প্রথম আলো

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল মতিঝিলস্থ সেনাকল্যাণ ভবনের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে —প্রথম আলো

বুড়িগঙ্গার তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

সেনাকল্যাণ সংস্থার অবৈধ দখল উচ্ছেদ হবে কবে?

নিজস্ব প্রতিবেদক

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরভূমি উদ্ধার ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযানে গতকাল রোববার ২২টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আটটি পাকা স্থাপনা ছিল। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিআইডব্লিউটিএর শ্রমিকরা উচ্ছেদ কাজে অংশ নেয়।

এদিকে শ্যামপুর থানার কদমতলী এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে সেনা কল্যাণ সংস্থার অবৈধ দখল করা ৬৯৪×১৬০ বর্গফুট এলাকা মুক্তকরণের দাবিতে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) বুড়িগঙ্গা বাঁচাও কর্মসূচির অংশ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬ ● ছবি : পৃষ্ঠা ১৫

সেনাকল্যাণের অবৈধ দখল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হিসেবে গতকাল রোববার বিকেলে মতিঝিল সেনাকল্যাণ ভবনের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সেনাকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বুড়িগঙ্গা নদীতে দখল করা এলাকা মুক্তকরণ এবং এ জন্য পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের দাবিতে সংস্থার চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বাপার প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, আবু নাসের খান, অধ্যাপিকা শামসুন্নাহার, হায়াত মাহমুদ, মিহির বিশ্বাস, জাকির হোসেন, আবু মোকাররম প্রমুখ। পরশ, অ্যাকিয়ার্ড, বাসা, স্পন্দন, হ্যাঙ্গার প্রজেক্ট, ইসলামিক রিলিফসহ কয়েকটি পরিবেশবাদী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাবেশে উপস্থিত থেকে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

বিআইডব্লিউটিএর একটি সূত্র জানায়, আগামী ৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট সেনাকল্যাণ সংস্থার দখল করা জায়গা মুক্ত করার দিন ধার্য রয়েছে। তবে এর আগেই সংস্থা নিজেরাই যাতে দখল ছেড়ে দেয় এ ব্যাপারে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে। তবে গতকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, সেনাকল্যাণ সংস্থার অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) হাইকোর্টে মামলা পরিচালনা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বুড়িগঙ্গার দুই তীর দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেন।

১৬/০৭/'০২

বুড়িগঙ্গার দখল ও দূষণ রোধের দাবিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন গতকাল বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে —ভোরের কাগজ

বুড়িগঙ্গায় শতাধিক নৌকার ব্যতিক্রমী মিছিল

কাগজ প্রতিবেদক : সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার বুকে শতাধিক নৌকা। নৌকায় নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ দাঁড়ানো। তাদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'বুড়িগঙ্গা দখল রুখতে হবে,' 'বুড়িগঙ্গা ঢাকার প্রাণ', বুড়িগঙ্গা বাঁচান ঢাকা বাঁচান'। নৌকাগুলো মিছিল করে সদরঘাট থেকে ছেড়ে এগিয়ে গেলো জিঞ্জিরার দিকে।

বুড়িগঙ্গা রক্ষা আন্দোলন বুড়িগঙ্গা রক্ষার দাবিতে গতকাল সদরঘাটে আয়োজন করা হয় এক সমাবেশ এবং নৌকা মিছিলের। সমাবেশে বক্তারা বলেন, বুড়িগঙ্গার প্রাণ ধারা আহরন করে গড়ে ওঠেছে ঢাকা মহানগরী। এ নদী ঢাকার মায়ের মতো। বক্তারা ঢাকা মহানগরীকে বাঁচাতে বুড়িগঙ্গাকে বাঁচানো প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সমাবেশ থেকে ঢাকার জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় বুড়িগঙ্গার দখল দূষণ রোধে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার জন্য।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

বুড়িগঙ্গায় শতাধিক নৌকার

● প্রথম পাতার পর

সদরঘাট টার্মিনালে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তব্য রাখেন এস এম শাহজাহান, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এ এন এ মুহিত, আবু নাসের খান, মিহির বিশ্বাস, এডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে সদরঘাট থেকে নৌকা মিছিল জিঞ্জিরা সেতু পর্যন্ত যেয়ে আবার সদরঘাটে ফিরে আসে। এ সময় সকলে বুড়িগঙ্গা বাঁচানোর দাবিতে শ্লোগান দিতে থাকে। আর সমাবেশ স্থলে চলতে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেন অজিত, পথিক নবী, বাবু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সুর সাধনা শিল্পীগোষ্ঠী, সেবা, আর্য থিয়েটার, সন্ধান সাংস্কৃতিক চর্চা, রেইন এসোসিয়েট প্রভৃতি।

নাগরিক সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সূত্রাপুর, লালবাগ, কোতোয়ালি থানা) এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র ইউনিয়ন, জুরাইন অগ্রদূত খেলাঘর আসর, আমরা করবো জয়, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সিড পিস, সেবা, বিশ্বশান্তি সংঘ, এনইপি, নাগরিক উদ্যোগ, মানবাধিকার ব্যুরো প্রভৃতি

দৈনিক মাতৃভূমি সোমবার ৩০ জুলাই ২০০১
১৫ শ্রাবণ ১৪০৮

বুড়িগঙ্গা তীরে সেনাকল্যাণ সংস্থার অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে ফেলার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বুড়িগঙ্গার তীরে সেনাকল্যাণ সংস্থার দখলকৃত ভূমি থেকে দ্রুত অবৈধ স্থাপনা ও মাটি সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন।

(৭ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বুড়িগঙ্গা তীরে সেনাকল্যাণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গতকাল রবিবার বিকেল চারটায় সেনাকল্যাণ ভবনের সামনে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। বক্তব্য রাখেন আবু নাসের খান, হায়াত মাহাম্মদ, আশ্রাফ হোসেন আশু, মিহির বিশ্বাস, জাকির হোসেন, অধ্যাপক সামছুর নাহার, খন্দকার রিয়াজ হোসেন, অমিত রঞ্জন দে, মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন, আশরাফুল হক, আবু মোকারম খন্দকার, আলাউদ্দিন মিন্টু। সমাবেশ শেষে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সেনাকল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা শুনেছি সেনাকল্যাণ সংস্থা তাদের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেবে। এ ব্যাপারে তারা বিআইডব্লিউটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বক্তারা বলেন, এই আলোচনা সেনাকল্যাণ সংস্থা তাদের কূটকৌশল হিসেবে নিয়েছে বলে মনে করি। কারণ এর আগেও বহুবার সেনাকল্যাণ সংস্থা তাদের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেয়ার কথা বলেও নেয় নি।

The Independent

Saturday 4 May 2002

Environmentalists slate govt's inaction about Gulshan lake encroachment

by Staff Reporter

Leaders of different environmental organisations yesterday strongly protested the occupation of Gulshan Lake and demanded of the government to protect the environment.

The demand came from a rally, organised by Bangladesh Poribesh Andolan (BAPA), held beside the BRAC centre at Mohakhali in the morning yesterday.

The environment movement workers claimed, "Some unscrupulous people in collaboration with a section of RAJUK officials are encroaching upon the Gulshan Lake gradually. High rise buildings are also constructed beside the lake due to which the lake becomes narrow and loses its natural beauty."

"Government is not yet taking any effective step to bring back the original shape of the lake," they added.

They demanded eviction of the illegal occupants, demarcation of the lake area and putting up of metal fence and walk-ways around it, investigation into the illegal allotment on lake's land among public. They urged the government to preserve all private and government owned parks, lakes including that of Gulshan.

AKM Sirajul Islam, Executive Director of BASA, Dr Noor Uddin, Executive Director of SEBA, Mokarrom Hossain, Executive Director of AFEARD, M Sirajul Islam, Executive Director of Sundar Jiban, MA Hakim, Executive Director of Eco-village, Abu Naser Khan, General Secretary of BAPA spoke in the meeting while Prof Abdullah Abu Sayed presided.

The rally was rounded off with a procession.

গুলশান লেক বাঁচানোর দাবিতে রাজউক ভবনের সামনে গতকাল পরিবেশ আন্দোলনের বিক্ষোভ -লালসবুজ

আজকের কাগজ
ঢাকা সোমবার ৫ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ ১৯ নভেম্বর ২০০১

গুলশান-বারিধারা লেক অবিলম্বে দূষণমুক্ত করার দাবিতে গতকাল সকালে রাজউক ভবনের সামনে 'বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন'-এর প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছবি : আজকের কাগজ

বাংলাবাজার পত্রিকা
ঢাকা সোমবার ৫ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ Monday November 19, 2001

গুলশান লেককে দূষণমুক্ত করার দাবিতে রাজউক ভবন ঘেরাও করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন —পত্রিকা ফটো

দৈনিক লালসবুজ
THE DAILY LALSABUJ
ঢাকা, সোমবার ॥ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ ॥ ৩ রমজান ১৪২২ হিঃ ॥ ১৯ নভেম্বরর ২০০১

বারিধারা-গুলশান লেক বাঁচানোর দাবিতে রাজউক ভবনের সামনে গতকাল পরিবেশ আন্দোলনের বিক্ষোভ —লালসবুজ

প্রথম আলো
দেশের প্রথম দৈনিক

ঢাকা, শনিবার, ২৬ জানুয়ারি ২০০২
১৩ মাঘ ১৪০৮, ১১ জিলকদ ১৪২২
রেজিঃ নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৮০

লেক দখলের প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ

গুলশান-বনানী-বারিধারায় লেক রক্ষায় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

গুলশান-বারিধারা লেক ও লেকেরপাড় দখল ও দূষণমুক্ত করার দাবিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) গতকাল শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। সমাবেশ থেকে আগামী ৪ জানুয়ারির মধ্যে গুলশান-বারিধারা-বনানী লেক রক্ষায় একটি তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় ৫ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে বাপা রাজউক ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ সমাবেশ করবে।

গতকাল সকালে বাপা ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন গুলশান-বারিধারা সহযোগ ব্রিজে সমবেত হয়ে পরে মিছিল বের করে। ২ শতাধিক নেতা-কর্মীর এই

গুলশান-বনানী

শেষ পৃষ্ঠার পর

মিছিল গুলশান ২ নম্বর গোল চক্কর হয়ে আবার ব্রিজের কাছে ফিরে আসার পর সমাবেশ শুরু হয়। বাপার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বলা হয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) মহানগরী মহা পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষ লেক এবং লেকপাড়ের জায়গা দখল করে চলেছে। অথচ রাজউক সব দেখেশুনেও চুপ করে বসে আছে। এই দখলের সঙ্গে রাজউকের অসাধু ব্যক্তিদের যোগসাজশ রয়েছে বলেও বক্তারা উল্লেখ করেন।

সমাবেশে গুলশান বারিধারায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ লাইন নির্মাণের জন্য ঢাকা ওয়াসার প্রতি দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হ্যাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, কোয়ালিশন ফর আরবান পুওরের (কাপ) আবু রায়হান আল বিরুনী, কৃষিবিদ গোলাম হোসেন, সুন্দর জীবনের সিরাজুল ইসলাম, বাপার মহিদুল হক খান প্রমুখ। এছাড়া বাপসা, অ্যাপিয়ার্ড, সিইউপি, এফওএসডি, ডিএসএস, সিডা, নাগরিক উদ্যোগ, উন্নয়ন সমন্বয় প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেয়।

সোমবার ১৯ নভেম্বর ২০০১ প্রথম আলো

বিভিন্ন সংগঠন গতকাল গুলশান লেক রক্ষার দাবিতে রাজউক ভবনের সামনে মিছিল করে —প্রথম আলো

গুলশান লেক বাঁচাতে রাজউক ভবনের সামনে বাপার অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক

দূষণের কারণে গুলশান লেকের হাজার হাজার মাছ মরে যাওয়া, চার দিকের এলাকায় দুর্গন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি এবং রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ার পরও কর্তৃপক্ষের নীরবতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনসহ (বাপা) বেশকিছু পরিবেশবাদী সংগঠন গতকাল রোববার

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

বাপার অবস্থান

শেষ পৃষ্ঠার পর

সকালে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ভবনে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দাবি সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনগুলো রাজউক সংলগ্ন রাজপথে র‍্যালি করে। সমাবেশ শেষে বাপার অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নেতৃত্বে রাজউক ও মৎস্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাজধানীর লেক-জলাশয়গুলো না বাঁচলে ঢাকা বাঁচবে না। আর ঢাকা না বাঁচলে ঢাকাবাসীর অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। বক্তারা অচিরেই গুলশান লেককে দূষণমুক্ত করাসহ আগামী দুবছরের মধ্যে সুন্দর, সুস্থ, নির্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সমাবেশে মঞ্জুরুল হক খান, হাংগার প্রজেক্টের অধ্যাপক বদিউল আলম মজুমদার, সিডের সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, প্রশিকার বদরুল হাসান, কাপ-এর আবু রায়হান আল বেরুনী, এপিয়ার্ডের মোকাররম হোসেন, বাপার সাধারণ সম্পাদক ড. আবু নাসের খান, যুগ্ম সম্পাদক মহিদুল হক খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রথম আলো
ঢাকা, মঙ্গলবার ২৭ নভেম্বর ২০০১, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪০৮

গুলশান লেক দখলের প্রতিবাদে সমাবেশ

রাজউকের সহায়তাকারীদের ১৫ দিনের মধ্যে শাস্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাস্টার প্ল্যান এবং সরকারের জলাশয় সংরক্ষণ আইনে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও গুলশান লেক ভরাট করে রাজউকের যেসব অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ভূমি ছাড়পত্র ও বাড়ির নকশা অনুমোদন করে দখলদারদের সাহায্য করছে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন।

গতকাল সোমবার গুলশান ২৯ নম্বর রোডের প্রান্তসীমায়, যেখানে গত কয়েকদিন ধরে লেক ভরাট কাজ চলছিল, সেখানে আয়োজিত এক সমাবেশে এই দাবি জানানো হয়। এছাড়াও সমাবেশ থেকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে গুলশান-বারিধারা-বনানী লেকসহ মাস্টার প্ল্যানে উল্লিখিত সব জলাশয়ের সীমা-পরিধির বিষয়গুলো গেজেট আকারে প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা জরুরদস্তিমূলকভাবে লেক ভরাট, দখল ও বহুমুখী দূষণের বিরুদ্ধে সরকারের সর্বোচ্চ মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, এসব লেক-জলাধার রক্ষায় অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া না হলে এক সময় আসবে যখন রাজধানী ঢাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক ড. আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর (কাপ)-এর কর্মসূচি সমন্বয়কারী আবু রায়হান আল বেরুনী, হাঙ্গার প্রজেক্টের রফিকুল ইসলাম, ওয়ার্ক ফর এ বেটার লাইফ-এর অমিত রঞ্জন দে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গোলাম কিবরিয়া, গুলশান সোসাইটির লুৎফর কবির সাদী, বারিধারা সোসাইটির পারভীন কামাল, প্রশিকার গোলাম কিবরিয়া, অধ্যাপিকা আসফিয়া দোজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সমাবেশে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অশোকা ফাউন্ডেশন, এপিয়ার্ড, বাসা প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে পরিবেশবাদীদের একটি র‍্যালি গুলশান ১ নম্বর গোলচক্কর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

প্রথম আলো

শনিবার • ১৭ নভেম্বর ২০০১

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন কমিটি গতকাল গুলশান লেকের পানিদূষণের প্রতিবাদে লেকের সামনে সমাবেশ করে —প্রথম আলো

গুলশান লেকের পচা মাছ

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বারিধারা সোসাইটি, গুলশান সোসাইটি এবং বনানী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে গতকালের এই সমাবেশকালেও চারদিকের বাতাসে পচা মাছের এতই দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল যে, উপস্থিত সবাই নাকে রুমাল বা হাত চাপা দিতে বাধ্য হন।

সমাবেশে সভাপতির ভাষণে বাপার অন্যতম সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, বায়ুদূষণ, লেক দূষণ প্রভৃতি দূষণ নিয়ে সারা ঢাকা আজ এতটাই কলুষিত যে, অবিলম্বে এসব দূষণের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে কিছু দিনের মধ্যে গুলশান লেকের মাছের মতোই ঢাকার মানুষও মরতে থাকবে। মাছ মরে যাওয়ার এই বিষয়টি তারই পদধ্বনি।

ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক শাহরিয়ার কবির বলেন, লেকের পানির যে অবস্থা তাতে সহজেই বলা যায়, এখানে অক্সিজেনের মাত্রা ১-এর নিচে নেমে এসেছে। এর ফলে সিলভার কার্পসহ বিভিন্ন মাছ মরে যাচ্ছে। তিনি এক মাস আগে নির্মিত বারিধারা ১১ নম্বর রোডের কাছে ড্রেনেজ লাইনকে হঠাৎ দূষণের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন।

বাপার সাধারণ সম্পাদক ড. আবু নাসের খান বলেন, ঢাকাবাসীকে বাঁচাতে হলে গুলশান-বারিধারা লেক রক্ষা করতেই হবে। কারণ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যাওয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের জলাশয়গুলোই কার্যকর ভূমিকা রাখে। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম, এম এ ফিরোজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এদিনের সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল গুলশান মৎস্য শিকারি সমিতি, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সিড, প্রশিকা, সুন্দর জীবন, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইসলামী রিলিফ, এফিয়ার্ড, মানবিক সাহায্য সংস্থা। এ ছাড়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাবেশে অংশ নেন।

ভোরের কাগজ

ঢাকা শনিবার ১৭ নভেম্বর ২০০১

গুলশান-বারিধারা লেক রক্ষার দাবিতে গতকাল নগরীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের বিক্ষোভ প্রদর্শন —ভোরের কাগজ

আজকের মধ্যেই গুলশান লেকের পচে ভেসে থাকা মাছ অপসারণের দাবি

দূষণ ঢাকায় যে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তাতে মাছের মতো মানুষকেও মরতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : গুলশান বারিধারার লেকে মাছ মরে যাওয়ার প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার ঢাকায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুলশান বারিধারা ব্রিজে আয়োজিত এই সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বারিধারা সোসাইটি, গুলশান সোসাইটি এবং বনানী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে। গুলশান মৎস্য শিকার সমিতি, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সিভ, প্রশিকা, সুন্দর জীবন, ইনস্টিটিউট ফর এনভার্নমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইসলামি রিলিফ, এফিয়ার্ড, মানবিক সাহায্য সংস্থা সমাবেশে যোগ দেয়। এ ছাড়াও সমাবেশে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, আজ শনিবারের মধ্যে লেকে পচে ভেসে থাকা মাছগুলো অপসারণ না করলে আগামীকাল রোববার সকাল ১০টায় রাজউক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হবে।

সমাবেশে সভাপতির ভাষণে বাপার অন্যতম সহসভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, বায়ু দূষণ, লেক দূষণ, প্রভৃতি দূষণ সারা ঢাকায় যে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে কিছু দিনের মধ্যে গুলশান লেকের মাছের মতোই ঢাকার মানুষও মরতে থাকবে। মাছ মরে যাওয়ার এই বিষয়টি তারই ঘণ্টাধ্বনি।

ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক শাহরিয়ার কবির বলেন, লেকের পানির যে অবস্থা তাতে সহজেই বলা যায় যে, এখানে অক্সিজেনের মাত্রা ১-এর নিচে নেমে এসেছে। এর ফলে সিলভার কার্পসহ বিভিন্ন মাছ মরে যাচ্ছে। তিনি একমাস আগে নির্মিত বারিধারা ১১ নম্বর রোডের কাছে ড্রেনেজ লাইনকে হঠাৎ দূষণের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বাপার সাধারণ সম্পাদক ড. আবু নাসের খান, সাইফুল ইসলাম, এম এ ফিরোজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ভোরের কাগজ
ঢাকা সোমবার ১৯ নভেম্বর ২০০১

গুলশান-বারিধারা লেক পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত করার দাবিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন গতকাল রাজউক ভবনের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে —ভোরের কাগজ

প্রতিবেশগতভাবে গুলশান লেককে সংকটপূর্ণ এলাকা ঘোষণা

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর গুলশান লেক এলাকাকে প্রতিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ লেকটিকে বাঁচাতে গতকাল রোববার আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠক থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ঐ বৈঠকে গুলশান-বারিধারা লেকটিকে সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হেদায়েতুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লেকে দূষণ ও লেকটিকে সংরক্ষণের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

লেকের ভয়াবহ দূষণের জন্য বৈঠকে প্রাথমিকভাবে লেকে সরাসরি সুয়ারেজ সংযোগ দেওয়া এবং লেকটিকে কখনই সংস্কার না করাকে চিহ্নিত করা হয়। বৈঠক থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে প্রগতি সরণির আশপাশের সমস্ত সুয়ারেজ সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাগরিক অনাচারের কবলে পড়ে গুলশান লেক এখন 'ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল জোন' —ভোরের কাগজ

প্রসঙ্গত, গুলশান, বারিধারা ও বনানী লেকের দূষণের মাত্রা এতোই যে, সম্প্রতি ঐ লেকের মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে মরে গিয়ে ভেসে উঠতে শুরু করে। পচা পানির দুর্গন্ধে লেকপাড়ের আশপাশের এলাকা ভারী হয়ে উঠেছে। ময়না-আবর্জনায় ঐ লেকটির বেশ কয়েকটি জায়গা ভরাট হয়ে বুজে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অনেক আগেই লেকের পানি দূষিত হয়ে কালো হয়ে গেছে।

আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ সভাপতিত্ব করেন। এ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী মীর্জা আব্বাস, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জহুরুল করিম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, রাজউক চেয়ারম্যান, ওয়াপদার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা সিটি করপোরেশন ও রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, এতে গুলশান-বারিধারা লেকটিকে সংরক্ষণের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে লেক দূষণকারী প্রগতি সরণির আশপাশের সমস্ত সুয়ারেজ ও নর্দমা সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে রাজউক ও সিটি করপোরেশনকে যৌথভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বৈঠকে গুলশান লেক বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন করা ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য লেকের ওপর পরিবেশ অধিদপ্তরকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এতে মৎস্য উন্নয়ন অধিদপ্তরকে গুলশান, বারিধারা ও বনানী লেকের পানি বিশুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহের সমাবেশ

গুলশান-বারিধারা লেক দূষণমুক্ত করার দাবিতে গতকাল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) ব্যানারে পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ রাজউক ভবনের সামনে এক সমাবেশ করে।

এ বিষয়টি বাপার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এফিয়ার্ডের মোকাররম খন্দকার, সুন্দর জীবনের সালমান হায়দার, সিডেড সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, প্রশিকার বদরুল হাসান, কোয়ালিশন অফ আরবান পুওরের আবু রায়হান আল বেরুনী, বাপার মহিনুল খান, বাপার আবু নাসের খান, হাংগার প্রজেক্টের ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবুসায়ীদ।

সমাবেশ শেষে রাজউক ও মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দৈনিক ইনকিলাব
ঢাকা, শনিবার ২১ বৈশাখ ১৪০৯, ৪ মে ২০০২

ইনকিলাব ঃ গুলশান-বারিধারা লেক অবৈধ দখলমুক্ত করার দাবীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন গুলশান লেকের পাড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে

পরিবেশ আন্দোলনের সমাবেশ

দখলমুক্ত লেক-জলাশয় প্রতিষ্ঠার দাবী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গতকাল (শুক্রবার) মহাখালিস্থ ব্র্যাক সেন্টার সংলগ্ন ব্রিজের পাশে দখলমুক্ত লেক-জলাশয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে এক নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নাগরিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আবু নাসের খান, গোলাম কিবরিয়া, নাহিদ সুলতানা, খন্দকার মিরাজুর রহমান, ডা. নুরুদ্দিন, আবু মোকারম খন্দকার, মিহির বিশ্বাস, এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, শাহ দিদারুল আলম, জাহিদুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, এম এ হাকিম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, দীর্ঘদিন থেকে সারাদেশে লুণ্ঠনের সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে। লুণ্ঠিত হচ্ছে জনগণের সম্পদ, স্বার্থ, আনন্দ, অধিকার সবকিছু। এই অব্যাহত লুণ্ঠন জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতায় জলাশয়, লেক, খেলার মাঠ, নদী প্রতিনিয়ত দখল হয়ে যাচ্ছে। ঢাকা মহানগরী ক্রমশ ইটের জঙ্গলে পরিণত হয়ে উঠছে, দূষিত হয়ে উঠছে চারপাশ। এ থেকে পরিত্রাণ আমাদের পেতেই হবে। তিনি এক্ষেত্রে রাজউক, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন। সমাবেশের পক্ষ থেকে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তিন দফা দাবীও উথাপন করেন। তন্মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে রাজউক কর্তৃক সকল লেক-জলাশয়ের সীমানা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাতে ভবিষ্যতে লেকগুলোর দখল চিরতরে বন্ধ হয়। গুলশান-বারিধারা লেকের অবমুক্ত হওয়া ৩২ একর জমি জনস্বার্থে অবিলম্বে পুনঃ অধিগ্রহণ করা। রাজউকের মাস্টার প্ল্যানে যা কিছুই থাকুক না কেনো জনস্বার্থে জলাশয়গুলোকে আর ইমারত নির্মাণের জন্য বরাদ্দ না দেয়া। এই নাগরিক সমাবেশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, সেবা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বাঁচান, সুন্দর, জীবন, অ্যাফিয়ার্ড, বিশ্বশান্তি সংঘ, নিপ, সেবা, স্বস্তি ইত্যাদি সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

বুড়িগঙ্গা দখল ঠেকাতে নাগরিক সমাবেশ নৌকা মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার : সদরঘাট টার্মিনালে 'বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক নাগরিক সমাবেশ এবং বিশাল নৌকা মিছিল হয় গতকাল শুক্রবার। সমাবেশে বক্তারা বুড়িগঙ্গা নদীর উভয় তীরে অবৈধ দখল ও স্থাপনা উচ্ছেদসহ বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণ ও দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান। ঢাকা শহর বাঁচাতে, গোটা শহরের সকল মানুষকে পরিবেশ সহায়ক পরিস্থিতিতে বসবাস করার সুযোগ দিতে বুড়িগঙ্গাসহ সকল নদীকে তার জলধারার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রাখতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন ক্রমান্বয়ে কঠোরতম করার ঘোষণা দেয়া হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ-এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন আয়োজিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এসএমএ শাজাহান, বাপার সহ-সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী এমএ মুহিত, বাপার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সদস্য সচিব মিহির বিশ্বাস, বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরোর মহাসচিব এডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান মৃধা বেনু, প্রশিকার এ. জে. বড়াল, মহিদুল হক খান, জাকির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, হাসান আহমদ, ডা. নূর উদ্দিন, আবু মোকারম খন্দকার, জাকির হোসেন সিরাজী, ড. মাহবুবুর রহমান, আমিরুল ইসলাম, ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি আবদুস সালাম প্রমুখ। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তার বক্তব্যে বলেন, একদিন ঢাকা মহানগরী ছিল না, কিন্তু বুড়িগঙ্গা ছিল। এই নদীর প্রাণধারা আহরণ করে গড়ে উঠেছে এই মহানগরী। বুড়িগঙ্গা তাই ঢাকা মহানগরীর মায়ের মত। বুড়িগঙ্গার সকল অবৈধ দখল ও দূষণ প্রতিরোধ করতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সমাবেশে সাবেক অর্থমন্ত্রী এমএ মুহিত বলেন, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন ৩য় বছরে পা রাখলো। পানির অপর নাম জীবন। জীবন বাঁচাতে হলে সকল নদীর পানি প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে এ আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসএমএ শাজাহান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে বুড়িগঙ্গার উভয় পারের অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রমের কথা স্মরণ করে বলেন, সেই প্রচেষ্টা জনস্বার্থে অব্যাহত রাখতে হবে। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, এক সময় বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন ছিল একটি প্রচেষ্টা। আজ তা সব ধরনের ব্যক্তি ও সংগঠনের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে। আজ ঢাকার মানুষ বুঝতে পেরেছে, বাঁচতে হলে বুড়িগঙ্গাকে বাঁচাতে হবে। 'বুড়িগঙ্গা দখল রুখতে হবে', 'বুড়িগঙ্গা ঢাকার প্রাণ', 'বুড়িগঙ্গা বাঁচান ঢাকা বাঁচান', 'বুড়িগঙ্গা পারের অবৈধ দখল বন্ধ কর', 'নদী দূষণ বন্ধ কর', 'অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কর' ইত্যাদি ব্যানার-ফেস্টুন সজ্জিত সমাবেশ শেষে প্রায় শতাধিক নৌকা একটি বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে সদরঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে জিঞ্জিরা সেতুস্থল ঘুরে আবার সদরঘাটে এসে শেষ হয়। নৌকা মিছিল চলাকালে সমাবেশ স্থলে পরিবেশ বান্ধব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলো নানা রকম গান পরিবেশন করে এবং পথনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় অজিত, পথিক, নবী, বাবু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন; সুর সাধনা শিল্পগোষ্ঠী, সেবা (ঢাবি), আর্থ থিয়েটার, সন্ধান সাংস্কৃতিক চর্চা, রেইন এসোসিয়েট প্রমুখ। বাপার উদ্যোগে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে অংশ নেয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সূত্রাপুর থানা, লালবাগ থানা, কোতোয়ালি থানা), এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন লালবাগ থানা, জুরাইন অগ্রদূত খেলাঘর আসর, আমরা করবো জয়, দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট, এডব্লুও, সিড, পিস, সেবা, অ্যাপিয়ার্ড, সেবা, বিশ্বশান্তি সংঘ, এনইএপি, নাগরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরো ইত্যাদি।